দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 FEB 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

35

ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে যশোর বোর্ডের ১০ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী

যশোর ব্যুরো ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী।– ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। একটি দুর্নীতিপরায়ণ চক্র এর সঙ্গে জড়িত। ভুয়া নিবন্ধনধারীদের খুঁজে বের করার উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। ঘটনা যশোর শিক্ষা বোর্ডের।

রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ এই ১৯৯৫ সালে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রশ্নমালা পরীক্ষায় পাসের জন্য সহজ হওয়ায় অন্যান্য বারের মত এবারও অষ্টম ও নবম শ্রেণীর বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে। কিন্তু ফরম পূরণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় নিবন্ধন নম্বর। যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন যাঁরা ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের নিবন্ধন প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দেয়ার তারিখ ছিল ৩০ জুন ১৯৯৩। ওই সময় পর্যন্ত নিবন্ধন প্রস্তাব জমাদানকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৩ হাজার। বলাবাহুল্য এরা সবাই নিয়মিত পরীক্ষার্থী। তবে নিবন্ধন প্রস্তাব জমা দেয়ার তারিখ উত্তীর্ণ হবার পরও বিশেষ বিবেচনায় আরও অনেক ছাত্রছাত্রীকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন জেলার সংখ্যা ১৬টি। প্রতিটি জেলার জন্যই পূর্ব থেকে নিবন্ধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমিক বরাদ্দ থাকে। সব সময়ই ওই নিবন্ধনের ক্রমিক শূন্য থাকে শেষের দিকে। কারণ সচরাচার ছাত্রছাত্রীর তুলনায় ক্রমিক বরাদ্দ হয় অতিরিক্ত সংখ্যক। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি পরায়ন চক্র ভুয়া নিবন্ধন সরবরাহ করেছে।

(৪–এর পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) রেজিস্ট্রেশনে যশোর বোর্ডের ১০ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী

১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি এই চক্র ভুয়া নিবন্ধন প্রদানের জন্য বিভিন্ন জেলার অন্তত ৬৫টি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই সব স্কুল থেকে নিবন্ধন পাবার জন্য আনুমানিক ৬০ হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফট আসে শিক্ষা বোর্ডের হিসাব বিভাগ (গ্রহণ)–এ। বোর্ডের চেয়ারম্যান বিষয়টি জানতে পেরে তা বাজেয়াফত করেন। ফলে, দুর্নীতিপরায়ণ চক্রের কারসাজি ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপরও চক্রটি বসে থাকে না। তারা এবার গোপনে অবরাদ্দকৃত ভুয়া নিবন্ধন নম্বর সরবরাহ করে। বিনিময়ে একেকজন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে উৎকোচ নেয় বিপুল অর্থ। ইতিমধ্যে ভুয়া নিবন্ধন পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে। শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, প্রতি জেলার জন্য নির্ধারিত ক্রমিকের মধ্যেই ভুয়া নিবন্ধন সরবরাহ করা হয়েছে। যে কারণে কোন নম্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটা সম্ভব নয়। ফলে, কমপিউটার ওই ভুয়া নিবন্ধন নম্বরধারী পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করতে সক্ষম হবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য ১ লাখ ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী শিক্ষা বোর্ডে ফরম জমা দিয়েছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এদের উল্লেখযোগ্য অংশ ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন গ্রহণ করেনি।

এসব ঘটনা জানতে পেরে শিক্ষা বোর্ড নিবন্ধন যাচাই করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ চক্র তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। যদিও বোর্ড চেয়ারম্যানের কঠোর মনোভাবে তারা পিছু হটে যায়। সূত্র জানায় নিবন্ধন যাচাইয়ের জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি কাজ করছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে তারা কাজও শুরু করেছে।

অভিযোগ ঃ এই ছয় সদস্যের মধ্যে এমন একজন কর্মকর্তা আছেন, যিনি দুর্নীতিপরায়ণ চক্রের প্রতি দুর্বল। শিক্ষা বোর্ডেরই একজন কর্মকর্তা স্বীকার করেন প্রচুর চাপের মুখে কাজ করতে হয়। তার মতে প্রয়োজনে ভুয়া নিবন্ধনধারীদের বের করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ টিম পাঠান উচিত।